দৈনিক ইনকিলাব • 067

11 MAR 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী শিক্ষার মান

বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পাশাপাশি সমপর্যায়ে গঠিত হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। বর্তমানে 'দাখিলকে' এসএসসি এবং 'আলিম'-কে এইচএসসি-র মানভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষার পাশাপাশি 'বিজ্ঞান', 'কারিগরি' ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ কারণে সাধারণ শিক্ষা আর মাদ্রাসা শিক্ষায় বর্তমানে তারতম্য হ্রাস পেয়েছে। বরঞ্চ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের বিভিন্ন ভাষায় অত্যধিক ব্যুৎপত্তি রয়েছে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষায় কারিগরি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা খানিকটা অগ্রগামী থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে সে পার্থক্য আর থাকবে না।

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। দাখিল পাস করার পর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অনুমতি সাপেক্ষে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনে অনুমতিপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অপরদিকে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আলিম পাস করার পরে ডিগ্রী ভর্তির অনুমতির ব্যাপারে আজো কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। জানতে সাধ জাগে, কোন্ মহলের চক্রান্তে মাদ্রাসা শিক্ষা আর সাধারণ শিক্ষার মাঝে দুর্ভেধ্য বৈষম্যের প্রাচীর গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের বর্তমান কার্যকলাপে বিশেষ করে সিলেবাস ঘন ঘন পরিবর্তন ছাত্রদের মধ্যে হতাশা এনে দিয়েছে। বছরের বেশীর ভাগ সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও সিলেবাস ঠিকমত দেয়া হয় না। পরীক্ষার সময়সূচী নিয়েও অসমতা রয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র ৮/৯ দিন পূর্বে পত্রিকার পাতায় মাদ্রাসা পরীক্ষার সময়সূচী দেয়া হয়। তাও আবার দু'একটা পত্রিকা ছাড়া অন্যগুলোতে দেখা যায় না। অপরদিকে স্কুল-কলেজের পরীক্ষার সময়সূচী পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার ২/৩ মাস পূর্বেই পত্রিকার পাতায় বড় বড় অক্ষরে দেখা দেয়। কর্মকর্তাবৃন্দ এতো অলস হলে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশ সম্প্রসারিত হবে না। ফলে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য আশানুরূপ প্রস্তুতি নিতে পারে না। পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রায় সময় অযোগ্য পরীক্ষককে দেয়া হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল সব দৈনিক পত্রিকায় স্থান পায় না। ফলে গ্রামের মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল ৫/৬ দিন পরে পেয়ে থাকে। মাদ্রাসা হতে 'আলিম' পাস করে ডিগ্রীতে ভর্তি হওয়ার অনুমতি না পাওয়াতে মাদ্রাসার ছাত্রদের ফাজিল পাস করে ডিগ্রীতে ভর্তি হতে হচ্ছে। অথচ 'ফাজিল'-এর মান দেয়া হয়েছে ডিগ্রীর সমান। এতে মাদ্রাসার ছাত্রদের জীবনের মূল্যবান দু'টি বছর অযথা ব্যয় হচ্ছে। অনর্থক ব্যয়ের ফলে তাদের ভাবী জীবন হচ্ছে আশংকাজনক। সমাজ উন্নয়নে দেখা দিচ্ছে প্রতিবন্ধকতা, উন্নতি থেকে ব্যাহত হচ্ছে জাতি।

তাই জাতীয় স্বার্থে ও সমাজের উন্নয়নে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভবিষ্যত জীবন যাতে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি অবহেলা আর বৈষম্য দূর করতে হবে। এ কারণে মাদ্রাসা ছাত্রদের আলিম পাস করে ডিগ্রীতে ভর্তির অনুমতি অনতিবিলম্বে প্রদান করা উচিত।

—আবদুল বাতেন মিয়াজী